কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানি আপিল বিচারক্ষেত্র

(আপিল বিভাগ)

২০২২-এর এমএটি ১২১৩

+

২০২২-এর আইএ সিএএন ১

+

২০২২-এর আইএ সিএএন ২

+

২০২২-এর আইএ সিএএন ৩

+

২০২২ সালের আইএ সিএএন ৪

শুভেন্দু অধিকারী

-বনাম-

রাকেশ দিয়াসি ও অন্যান্যরা

উপস্থিতঃ **মাননীয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং

মাননীয় বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়

আপিলকারীদের জন্যঃ
শ্রী জয়দীপ কর, বরিষ্ঠ উকিল
শ্রী বিক্রম ব্যানার্জি, উকিল
শ্রী সুদিপ্ত দাশগুপ্ত, উকিল
শ্রী অর্কদেব বিশ্বাস, উকিল
শ্রীমতী দীপা আচার্য, উকিল

রিট আবেদনকারীর জন্য/:
উত্তরদাতা নং ১
শ্রী মিলন ভট্টাচার্য, বরিষ্ঠ উকিল
শ্রী বালাইলাল সাহু, উকিল
শ্রী কৌস্তব মিশ্র, উকিল

রাজ্যের জন্যঃ
শ্রী রাজা সাহা, উকিল
শ্রী এস. পি. লাহিড়ী, উকিল

উত্তরদাতা নং ৩, ৪ এর জন্য:	শ্রী প্রদীপ কুমার রায়, উকিল শ্রী অঙ্কিত সুরেকা, উকিল শ্রী বিপ্লব দাস, উকিল শ্রীমতী সুপর্ণা শ্যাম, উকিল
উত্তরদাতার নং ৫ এবং ৬ পক্ষে:	শ্রী ডি. কে. সেনগুপ্ত, উকিল শ্রীমতী শ্বেতা সাহা, উকিল
উত্তরদাতা নং ৭-এর জন্যঃ	শ্রী উত্তম কুমার ভট্টাচার্য, উকিল শ্রী সুরজিৎ সামন্ত, উকিল
রায়ঃ	**১৯.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি: -</u>

১. ৮ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের রায় ও আদেশ, যার মাধ্যমে ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ৯৪৯৪ হিসাবে উত্তরদাতা নং ১-এর রিট পিটিশনটি একজন বিদ্বান একক বিচারক দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, বর্তমান অভিপ্রায় আবেদনকারী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০২২ সালের সিএএন ১ হিসাবে অভিপ্রায় আবেদনকারী দ্বারা আপিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছে, কারণ তিনি রিট পিটিশনে পক্ষ ছিলেন না।

২. ২০২২ সালের ২৬শে আগস্ট যখন আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়, তখন একটি সমন্বিত বেঞ্চ নিম্নরূপ নথিভুক্ত করেঃ-

"এই আপিল দায়ের করার জন্য আপিলকারীকে অনুমতি দেওয়ার বিরোধিতা বিবাদীদের তীব্র। আপিলের অনুমতির আবেদন, বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আবেদন এবং স্থগিতাদেশের আবেদনের বিরোধিতায় বিবাদীদের দ্বারা হলফনামা দাখিল করা হোক, তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২২। আবেদনকারী ৯ নভেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে তার উত্তর দাখিল করতে পারবেন।"

১১ই নভেম্বর, ২০২২ তারিখে একই শিরোনামের অধীনে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করুন।

বিবাদীরা যে হলফনামা দাখিল করতে পারবেন তা তাদের এই যুক্তির প্রতি কোনও বাধা দেবে না যে এই আপিলটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়।"

৩. হলফনামা বিনিময়ের পর, আপিলকারীর আপিল বহাল রাখার অধিকারের বিষয়টি নিয়েই নয়, বরং মামলার যোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েও বেশ কয়েকদিন ধরে পক্ষগুলির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যগত পটভূমি হল, বিদ্যা সাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের (সংক্ষেপে "ব্যাংক") গ্রেড III পদে নিয়োগের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসারে, প্রস্তুত প্যানেল থেকে পাঁচজন সফল প্রার্থীকে তফসিলি কাস্ট বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। প্যানেলে নাম উল্লেখিত অন্যান্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, প্যানেলটিকে অপেক্ষমাণ তালিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তফসিলি কাস্ট বিভাগের পাঁচজন মূল নিয়োগপ্রাপ্তের মধ্যে একজন পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন। রিট আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে যেহেতু তিনি প্যানেলে নাম উল্লেখিত ষষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাকে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া উচিত। যেহেতু এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছিল না, তাই তিনি বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে আবেদন করেছিলেন।

৫. বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছু কারণে, অপেক্ষমাণ তালিকার প্রথম প্রার্থী রিট আবেদনকারীকে নিয়োগের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞ বিচারক নথিপত্রের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছেন যে প্যানেলটি এখনও বহাল আছে এবং বৈধ। অতএব, বিজ্ঞ বিচারক নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়ে রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করেছেন:-

"এই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, WPA নং 5454 অফ 2022 অনুমোদিত, যার ফলে বিবাদী নং 6, চেয়ারম্যান, বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডকে, যথাসম্ভব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে তারিখ থেকে এক পক্ষকালের মধ্যে, SC বিভাগের অধীনে গ্রেড-III বিভাগে নিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকার পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে আবেদনকারীকে শূন্য পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য।"

৬. রিট আবেদনকারীকে বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৭. ২০২২ সালের ক্যান ১-এ আবেদনকারী আপিল বহাল রাখার জন্য তার অবস্থান প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে তিনি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। বিবাদী নং ১-এর নিয়োগ অবৈধ যা ব্যাংকের সুনাম ক্ষুণ্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তাকে বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত, যার অনুযায়ী বিবাদী নং ১-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৮. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ সিনিয়র কাউন্সেল গ্রেড II, III এবং IV-এর জন্য সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত মেধা তালিকা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান মামলাটি গ্রেড III পদের সাথে সম্পর্কিত। তালিকার ৫০ থেকে ৭৮ নম্বর ক্রমিক নম্বর তৃতীয় গ্রেড পদের সাথে সম্পর্কিত। বিবাদী নং ১/রিট আবেদনকারীর নাম ক্রমিক নম্বর ৫৫-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

৯. চূড়ান্ত মেধা তালিকা অনুমোদনের জন্য প্রাসঙ্গিক সভার কার্যবিবরণীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত মেধা তালিকার ৫০ থেকে ৫৪ নম্বর ক্রমিক প্রার্থীদের ৫টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

১০. তারপরে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে সিরিয়াল নং ৫৩ এর বিপরীতে উল্লিখিত প্রার্থী, অর্থাৎ, শান্তনু বার, ২ সেপ্টেম্বর, -এ যোগদান করেছিলেন এবং ২৫ আগস্ট, ২০২১-এ পদত্যাগ করেছিলেন। একই তারিখে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছিল।

১১. শিক্ষিত সিনিয়র কাউন্সেল ২৫শে আগস্ট, ২০২১-এ অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের কার্যধারার উদ্ধৃতাংশ উল্লেখ করেছেন। কার্যবিবরণীগুলির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ-

“**এজেন্ডা নং ১/ঘ)** পানিপারুল শাখার গ্রেড-৩ কর্মী শ্রী শান্তনু বার নামে একজন নবনিযুক্ত কর্মচারীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। শ্রী শান্তনু বার ০২/০৯/২০২০ তারিখে ব্যাংকের এই চাকরিতে যোগদান করেছেন। প্যানেলের নতুন প্রার্থী শ্রী শান্তনু বারের স্থলে যোগদানের অনুমতি দিতে পারেন কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য পরিষদ জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছে। এই বিষয়ে সমস্ত আইনি বিধান অনুসন্ধান করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে।”

১২. বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌঁসুলি দাখিল করেছেন যে প্যানেল থেকে সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করার পরে প্রস্তুত করা প্যানেলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়।

১৩. বিজ্ঞ কৌঁসুলি দাখিল করেছেন যে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার দাবি অনুসারে কোনও অপেক্ষমাণ তালিকা ছিল না। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ এর অধীনে করা একটি আবেদন এবং ব্যাংকের জবাবের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে: "২৯.০৮.২০২০ তারিখের বোর্ড অফ ডেভেলপমেন্টের রেজোলিউশন অনুসারে কোনও অপেক্ষমাণ তালিকা ছিল না"।

১৪. বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ শূন্য পদ পূরণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে কোনও অপেক্ষমাণ তালিকা অনুমোদন করেনি।

১৫. বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বজায় রাখার জন্য আবেদনকারীর অবস্থানের বিন্দুতে, বিদ্বান আইনজীবী এমএস জয়রাজ বনাম আবগারি কমিশনার, কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন, যা (২০০০) ৭ এসসিসি ৫৫২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। বিশেষত, রিপোর্ট করা রায়ের ১২ থেকে ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল যা নিম্নরূপ ছিলঃ-

"১২. এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই আদালত নগর রাইস এবং ফ্লাওয়ার মিলস এবং অন্যান্যরা বনাম এন টিকাপ্পা গৌড়া এবং ব্রাদার্স এবং অন্যান্যরা-এ গৃহীত লোকাস স্ট্যান্ডি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কঠোর ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। [(১৯৭০) ১ এসসিসি ৫৭৫] এবং জসভাই মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার হাজী বশির আহমেদ এবং অন্যান্য, (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি. ৬৭১] এবং পরবর্তী বছরগুলিতে রিট এখতিয়ারের সাথে জড়িত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও বিস্তৃত প্রচার গ্রহণ করা হয়েছে। জসভাই মতিভাই দেশাই (উপরে)-এর একটি চার বিচারপতির বেঞ্চ লোকাস স্ট্যান্ডির ক্ষেত্রে তিনটি বিভাগের ব্যক্তিদের নির্দেশ করেছেঃ (১) একজন ব্যক্তি ক্ষুব্ধ; (২) একজন অপরিচিত; এবং (৩) একজন ব্যস্ত ব্যক্তি বা হস্তক্ষেপকারী। সেই সিদ্ধান্তে শিক্ষিত বিচারপতিরা উল্লেখ করেছিলেন যে তৃতীয় বিভাগের যে কেউ সহজেই আলাদা হতে পারে এবং এই ধরনের ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করে যা তাকে ন্যায়বিচারের যোদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত করে না।রায়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, হাইকোর্টের উচিত এই ধরনের ব্যস্ত ব্যক্তির আবেদনগুলি দ্বারপ্রান্তে প্রত্যাখ্যান করা। তারপর বিচারপতিগুলি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-(এস. সি. সি. পৃ. ৬৮৩, অনুচ্ছেদ ৩৮)

"৩৮. প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে পার্থক্য আবেদনকারীরা, যদিও বাস্তব, সবসময় ভালভাবে চিহ্নিত করা হয় না। প্রথম

এই বিভাগে, যেন দুটি কেন্দ্রীভূত অঞ্চল রয়েছে; একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় অঞ্চল নিশ্চিততা, এবং একটি ধূসর বাইরের বৃত্ত যা একটি স্লাইডিং কেন্দ্রীভূত স্কেলে হ্রাসকারী নিশ্চিততা, যার মধ্যে অনিশ্চয়তার একটি বহিঃস্থতম অস্পষ্ট প্রান্ত রয়েছে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এমন আবেদনকারীরা হলেন তারা যাদের আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এই ধরনের আবেদনকারীরা নিঃসন্দেহে 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের' বিভাগে পড়েন। ধূসর বাইরের বৃত্তে, প্রথম বিভাগকে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে পৃথক করে এমন সীমানা, কেন্দ্রীভূত দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে মিশ্রিত, মিশ্রিত এবং ওভারল্যাপ করে। এই বাইরের অঞ্চলের সমস্ত ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হতে পারে না।

১৩. এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত (যার মধ্যে আমরা একজন পক্ষ-বিচারপতি শেঠি) রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান বনাম চন্দ্রিমা দাস অন্যান্যরা [(২০০০) ২ এস. সি. সি. ৪৬৫] পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির একটি সমীক্ষা করার পরে এইভাবে আদেশ হয়ঃ (এস. সি. সি.পৃষ্ঠা, অনুচ্ছেদ ১৭)

> "১৭. জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, তবে, আদালত তার বিভিন্ন রায়ে লোকাস স্ট্যান্ডির ধারণাটিকে সর্বাধিক প্রশস্ততা এবং অর্থ প্রদান করেছে। পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস বনাম ভারত ইউনিয়ন [(১৯৮২) ৩ এসসিসি ২৩৫] এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে জনস্বার্থ মামলা শুধুমাত্র হাইকোর্টে আনুষ্ঠানিক পিটিশন দাখিল করার মাধ্যমে নয়, এমনকি চিঠি এবং টেলিগ্রাম পাঠানোর মাধ্যমেও আদালতে সহজে প্রবেশাধিকার প্রদান করা যেতে পারে। [এছাড়াও দেখুন বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারতের ইউনিয়ন [(১৯৮৪) ৩ এস. সি. সি. ১৬১] এবং এইচ. পি. রাজ্য বনাম অভিভাবক

মেডিকেল কলেজের ছাত্রের [(১৯৮৫) ৩ SCC ১৬৯]] জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকারের বিষয়ে বেঙ্গালুরু মেডিকেল ট্রাস্ট বনাম বি.এস. মুদ্দাপ্পা [(১৯৯১) ৪ SCC ৫৪] মামলায় আদালত রায় দিয়েছে যে জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষাপটে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সীমিত অর্থ এবং নির্দিষ্ট আঘাতের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিস্তৃত এবং বিস্তৃত কাঠামোর পক্ষে পরিণত হয়েছে। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আইনের শাসনে বিশ্বাসী জন-উদ্দীপনা সম্পন্ন নাগরিকরা জনসাধারণের প্রকৃতির কারণগুলিকে সমর্থন করে মহান সামাজিক এবং আইনি সেবা প্রদান করছেন। অবস্থানের নিয়মের প্রযুক্তিগত বা রক্ষণশীল মাপকাঠিতে বা ব্যক্তিগত ক্ষতি বা আঘাতের অনুপস্থিতিতে এগুলিকে উপেক্ষা করা বা উপেক্ষা করা যায় না। এইভাবে, অবস্থানের ধারণার একটি দর্শনীয় সম্প্রসারণ ঘটেছে। ধারণাটি অনেক বিস্তৃত এবং এটি এমন যে কাউকে এগিয়ে নিয়ে যায় যারা কেবল ব্যস্ত ব্যক্তি নয়।

১৪. "স্থান অধিকারের বিস্তৃত ধারণার আলোকে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে আবগারি কমিশনারের আদেশ আইন লঙ্ঘন করে জারি করা হয়েছে, আমরা কেবল স্থান অধিকারের ভিত্তিতে এই প্রস্তাবটি বাতিল করতে চাই না। যদি আবগারি কমিশনারের কোনও মদের দোকান মালিককে (যার জন্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল) সেই সীমার বাইরে চলে যাওয়ার এবং অন্য কোনও সীমার মধ্যে তার ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার কোনও ক্ষমতা না থাকে, তাহলে রিট পিটিশন দাখিলকারী ব্যক্তির কোনও স্থান অধিকার নেই এই কারণেই এই ধরণের আদেশকে জীবিত এবং কার্যকর রাখার অনুমতি দেওয়া অনুচিত হবে। তাই আমরা যুক্তির ভিত্তিতে বিরোধগুলি বিবেচনা করছি।"

১৬. একটি প্যানেল শুধুমাত্র নিয়োগ প্রক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে। সম্পূর্ণ, বিদ্বান কৌঁসুলি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন পাঞ্জাব রাজ্য বনাম রঘবীর চাঁদ শর্মা ও আরেকজন মামলা, রিপোর্ট করা হয়েছে এ (২০০২) ১ এস. সি. সি ১১৩ এবং বিশেষ করে এর ৪ নং অনুচ্ছেদে যা হিসাবে পড়ে নিম্নরূপঃ-

"৪. আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য সাবধানতার সাথে বিবেচনা করেছি। আমাদের মতে, বিজ্ঞ একক বিচারক এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বহাল রাখা সম্ভব নয়। আপিলকারী-রাজ্যের পক্ষে যথাযথ যুক্তি অনুসারে, আবেদনপত্র আহ্বান করে জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি কেবল একটি পদের জন্য ছিল এবং সিলেক্ট প্যানেলের প্রথম প্রার্থীকে কেবল প্রস্তাব দেওয়া হয়নি বরং তার প্রস্তাব গ্রহণের পরেই তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যে পদের বিষয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সিলেক্ট প্যানেল প্রস্তুত করা হয়েছিল সেই পদের জন্য প্রথম প্রার্থীর নিয়োগের সাথে সাথে প্যানেলটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে এবং যেকোনো হারে, প্যানেলের অন্য কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবে দাবি করতে পারে না যে প্যানেল থেকে নিযুক্ত ব্যক্তির পরবর্তী পদত্যাগের কারণে উদ্‌ভূত শূন্যপদে বা পরবর্তীকালে উদ্ভূত অন্য কোনও শূন্যপদে তাকে নিয়োগ দেওয়া উচিত ছিল।

আমাদের মতে, ২২.৩.১৯৫৭ তারিখের সার্কুলার আদেশটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত নির্বাচিত প্যানেলের সাথে সম্পর্কিত, বিবেচনাধীন প্রকৃতির কোনও প্যানেলের সাথে সম্পর্কিত নয়। তা ছাড়া, সার্কুলার অর্ডার এবং প্রথম বিবাদীর উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্ত অনুসারে, ছয় মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে নিয়োগের জন্য কোনও দাবি দাখিল করা যাবে না এবং সমর্থন করা যাবে না। আদালতের সামনে এই ধরনের দাবি কার্যকর করার কোনও যুক্তি বা কারণ আমরা খুঁজে পাই না, প্রথম বিবাদীর কোনও আইনত সুরক্ষিত অধিকার থাকা তো দূরের কথা, পরবর্তীকালে উদ্‌ভূত কোনও শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য, যখন অন্য কাউকে তার অভিজ্ঞতা, চাহিদা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে পদোন্নতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৭. একই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ কৌঁসুলি রাজ ঋষি মেহরা ও অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ও আরেকজন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যা (২০১৩) ১২ এস. সি. সি. ২৪৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে পাঞ্জাব রাজ্য বনাম রঘবীর চাঁদ শর্মা ও আরেকজন ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মুকুল সাইকিয়া ও অন্যান্যরা বনাম অসম রাজ্য ও অন্যান্য, (২০০৯) ১ এস. সি. সি. ৩৮৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে একবার বিজ্ঞাপিত পদগুলির বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হলে, নির্বাচিত তালিকাটি শেষ হয়ে যায় এবং যারা শেষ নিয়োগকর্তার নিচে রাখা হয় তারা পরবর্তী সময়ে উপলব্ধ পদগুলির বিরুদ্ধে নিয়োগ দাবি করতে পারে না।

১৮. পরিশেষে বিদ্বান কৌঁসুলি (২০১৩) ১১ এস. সি. সি. ৬১১-এ রিপোর্ট করা বিজয় কুমার পান্ডে বনাম অরবিন্দ কুমার রাই ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটিও একই বিন্দুতে এই রায়ের আগের দুটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. প্রত্যর্থী নং ১/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে, বিদ্বান বরিষ্ঠ কাউন্সেল, শ্রী মিলন ভট্টাচার্য, সিএএন ১-এর ১১ নং অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে আবেদনকারী আবেদনটি বজায় রাখার অধিকার সম্পর্কে একমাত্র বক্তব্য সেই অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ লেখা রয়েছেঃ-

> "১১. আপনার আবেদনকারী বলেছেন যে ০৮.০৪.২০২২ তারিখের আদেশ আবেদনকারীর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে কারণ পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তে সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে একটি অবৈধ নিয়োগ করা হয়েছে, যদিও আবেদনকারী স্পষ্টতই ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং ৩০শে এপ্রিল, ২০২২ তারিখের সভায় বলেছেন যে তারা মাননীয় একক বিচারকের ৮.০৪.২০২২ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে চান, কারণ ব্যাংকটি মামলাটি সঠিকভাবে বিচার করেনি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মাননীয় একক বেঞ্চের সামনে যথাযথ তথ্য তুলে ধরেনি এবং তাই ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনের নীতিমালার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ "পরিচালনা পর্ষদ" কর্তৃক অবৈধ নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এই নিয়োগটি স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতিত্বের উপর ভিত্তি করে।"

২০. শিক্ষিত প্রবীণ উকিল বলেন যে কর্পোরেট গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রাধান্য পেতে হবে। শিক্ষিত একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার আবেদনকারীর অনুরোধটি ২২শে মার্চ, ২০২২ তারিখে ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা আপিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং শিখেছে একক বিচারক এর সিদ্ধান্ত মেনে

চলেছে। ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার বোর্ডের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করার পক্ষে মতামত দেওয়ার পাশাপাশি, হাউসকে তার মতামত রেকর্ড করার এবং বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতির নিবন্ধকের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করেন।

২১. তদনুসারে বিষয়টি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠানো হয়। ২৬শে জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি আদেশে সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার বলেন যে, আপিলের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করার পরিবর্তে বিজ্ঞ একক জজের আদেশ মেনে চলার বিষয়ে ব্যাঙ্কের মহাব্যবস্থাপকের মতবিরোধের নোটটি গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কাউন্সেল বলেন যে মহাব্যবস্থাপক তাঁর হলফনামায় সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের উপরোক্ত আদেশটি দমন করেছেন।

২২. শ্রী ভট্টচার্য বলেন যে, এখানে আবেদনকারীর একক বিচারপতির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করার সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তা মেনে চলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। জামানত কার্যধারায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না।

২৩. শ্রী ভট্টচার্য ব্ল্যাক'স ল ডিকশনারি, ৫ম সংস্করণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে আবেদনকারী কোনওভাবেই বিদ্বান একক বিচারকের আদেশে আহত বা পক্ষপাতদুষ্ট হননি। তিনি সেই পদের প্রার্থী ছিলেন না। সেই পদে রিট আবেদনকারীকে নিয়োগ করে তিনি বৈধভাবে ক্ষুব্ধ হতে পারেননি।

২৪. শিক্ষিত প্রবীণ কৌঁসুলি তখন শোভা সুরেশ জুমানি বনাম আপিল ট্রাইব্যুনাল, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি এবং আরেকজন এ. আই. আর ২০০১ এস. সি ২২৮৮-এ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন রিপোর্ট করেছে

আবেদনকারী 'ক্ষুব্ধ ব্যক্তি' নন বলে তাঁর যুক্তির সমর্থন। বিশেষত, রিপোর্ট করা রায়ের ৫ এবং ৯ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। প্রয়োজনে আমি এই রায়ে পরে এই সিদ্ধান্তের বিজ্ঞাপন দেব।

২৫. এই প্রসঙ্গে শ্রী ভট্টচার্য এ.আই.আর ১৯৭৬ সালের এস. সি. ৫৭৮-এ প্রকাশিত জসভাই মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার, হাজী বশির আহমেদ ও অন্যান্যদের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন এবং বিশেষ করে প্রকাশিত রায়ের ১২, ২৭, ৩৬ ও ৩৭ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভরশীলতা উল্লেখ করেন, যা নিম্নরূপঃ -

"১২. বেশিরভাগ ইংরেজী সিদ্ধান্ত অনুসারে, সার্টিওরারি এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য লোকাস স্ট্যান্ডি পাওয়ার জন্য, আবেদনকারীকে "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" হতে হবে, এবং এখতিয়ারের ত্রুটির ক্ষেত্রে, এই জাতীয় আবেদনকারী অবশ্যই সার্টিওরারি রিটের অধিকারী হবেন, তবে যদি তিনি সেই চরিত্রটি পূরণ না করেন এবং "অপরিচিত" হন, তবে আদালত, তার বিবেচনার ভিত্তিতে, খুব বিশেষ পরিস্থিতিতে ছাড়া, তাকে এই অসাধারণ প্রতিকার অস্বীকার করবে। এটি আমাদের আরও প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়: "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" কে? এবং এই ধরণের মর্যাদার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কী? "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটি একটি স্থিতিস্থাপক এবং কিছুটা হলেও একটি অধরা ধারণাকে নির্দেশ করে। এটিকে একটি অনমনীয়, সঠিক এবং ব্যাপক সংজ্ঞার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সর্বোত্তমভাবে, এর বৈশিষ্ট্যগুলি একটি বিস্তৃত অস্থায়ী পদ্ধতিতে বর্ণনা করা যেতে পারে। এর পরিধি এবং অর্থ বিভিন্ন, পরিবর্তনশীল কারণের উপর নির্ভর করে যেমন যে আইনের লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে তার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য, মামলার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, আবেদনকারীর স্বার্থের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি এবং

তার দ্বারা ভোগ করা পক্ষপাত বা ক্ষতির প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি। ইংরেজি আদালত কখনও কখনও 'আগ্রাসী ব্যক্তি' অভিব্যক্তিটির উপর একটি সীমাবদ্ধ এবং কখনও কখনও একটি বিস্তৃত নির্মাণ করেছে। তবে, কোনও আবেদনকারী এই বিভাগের জন্য যোগ্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য কিছু সাধারণ পরীক্ষা তৈরি করা হয়েছে যাতে শংসাপত্রের এখতিয়ার আহ্বান করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকাস স্ট্যান্ডি বা 'স্ট্যান্ডিং' থাকে।

২৭. মহারাষ্ট্রের বার কাউন্সিল বনাম এম. ভি. দাভোলকর (১৯৭৫) ২ এস. সি. সি ৭০৩ = (এ. আই. আর ১৯৭৫ এস. সি ২০৯২) মামলায়, এই আদালতের সাতজন বিদ্বান বিচারপতির একটি বেঞ্চ এই প্রশ্নটি বিবেচনা করেছিল যে কোনও রাজ্যের বার কাউন্সিল অ্যাটর্নি আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৩৮-এর অধীনে আপিল বজায় রাখার জন্য 'ক্ষুব্ধ ব্যক্তি' কিনা। ইতিবাচক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, রায় প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে বক্তব্য রেখে এই আদালত ইঙ্গিত দিয়েছিল যে কীভাবে 'ক্ষুব্ধ ব্যক্তি' অভিব্যক্তিটিকে একটি সংবিধির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হবে, এইভাবেঃ

"সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" শব্দের অর্থ আইনের প্রেক্ষাপট অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। এর একটি অর্থ হল, যদি কোনও ব্যক্তি কোনও সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত তার জন্য বস্তুগতভাবে প্রতিকূল হয়। সাধারণত, একজন ব্যক্তিকে "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" করার জন্য, একজন ব্যক্তিকে আইনত অধিকারী এমন কিছু থেকে বঞ্চিত বা বঞ্চিত করা হয়েছে তা প্রমাণ করতে হয়। আবার একজন ব্যক্তির উপর আইনি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলে তিনি সংক্ষুব্ধ হন। ব্যক্তিগত আইনি অধিকারের সুরক্ষার জন্য প্রতিকার প্রদানকারী কিছু আইনে "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" শব্দের অর্থ কখনও কখনও সীমিত অর্থ দেওয়া হয়।

সীমাবদ্ধ অর্থের জন্য আইনি অধিকার অস্বীকার বা বঞ্চিত করা প্রয়োজন। আইনের পটভূমিতে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন যা সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কাজ করে না কিন্তু পেশাদার আচরণ এবং নৈতিকতা নিয়ে কাজ করে। আইনজীবী আইনের অধীনে বার কাউন্সিলের ভূমিকা পেশাদার নীতিতে অভিভাবকদের ভূমিকার সাথে তুলনীয়। আইনের ৩৭ এবং ৩৮ ধারায় "ব্যক্তি ক্ষুব্ধ" শব্দগুলি ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে এবং আইনি অধিকার বা বোঝা বা আর্থিক স্বার্থের দখল বা অস্বীকারের সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যার সাপেক্ষে হওয়া উচিত নয়।

৩৬. এটি দেখা যাবে যে, লোকাস স্ট্যান্ডির প্রেক্ষাপটে একজন আবেদনকারী সাধারণত এই বিভাগগুলির যে কোনও একটিতে পড়তে পারেনঃ (i) 'ক্ষুব্ধ ব্যক্তি'; (ii) 'অপরিচিত ব্যক্তি'; (iii) হস্তক্ষেপমূলক মধ্যস্থতাকারীর ব্যস্ত ব্যক্তি। শেষ বিভাগের ব্যক্তিরা প্রথম দুটি বিভাগের অধীনে আসা ব্যক্তিদের থেকে সহজেই আলাদা হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তিরা এমন বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করে যা তাদের সম্পর্কিত নয়। তারা ন্যায়বিচারের জন্য ক্রুসেডার হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে। তারা জনগণের মঙ্গলের জন্য" বা "জনস্বার্থে নামে কাজ করার ভান করে, যদিও তাদের জনসাধারণের বা এমনকি সুরক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব কোনও আগ্রহ নেই। তারা অতীতের সময়ে অভ্যাসের বলপ্রয়োগ বা অনুপযুক্ত উদ্দেশ্য থেকে বিচারিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। প্রায়শই, তারা কুখ্যাতি বা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়; যখন কিছু এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় এই বিভাগের আবেদনকারীরা, প্রশাসনের চাকার স্পোকিং ছাড়া আর কিছুই

হতে পারে না। উচ্চ আদালতের উচিত এই ধরনের ব্যস্ত সংস্থাগুলির আবেদন দ্বারপ্রান্তে প্রত্যাখ্যান করা।

৩৭. প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আবেদনকারীদের মধ্যে পার্থক্য, যদিও বাস্তব, সবসময় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয় না। প্রথম শ্রেণীতে, যেন দুটি সমকেন্দ্রিক অঞ্চল রয়েছে; নিশ্চিততার একটি শক্ত কেন্দ্রীয় অঞ্চল, এবং একটি স্লাইডিং কেন্দ্রাতিগ স্কেলে হ্রাসকারী নিশ্চিততার একটি ধূসর বাইরের বৃত্ত, অনিশ্চয়তার একটি বহিঃস্থতম অস্পষ্ট প্রান্ত সহ। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এমন আবেদনকারীরা হলেন তারা যাদের আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এই ধরনের আবেদনকারীরা নিঃসন্দেহে 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের' বিভাগে পড়েন। ধূসর বাইরের বৃত্তে প্রথম শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পৃথক করে এমন সীমানা, কেন্দ্রাতিগ দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে মিশ্রিত, মিশ্রিত এবং ওভারল্যাপ করে। এই বাইরের অঞ্চলের সমস্ত ব্যক্তি "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" নাও হতে পারে।

২৬. এ. আই. আর ১৯৮৫ এস. সি ৯৭৩-এ বর্ণিত দমন সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে শ্রী ভট্টচার্য বলেন যে, একবার কোনও ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে গেলে, তিনি সমিতির স্বতন্ত্রতা হারান এবং আইন ও উপ-আইন দ্বারা তাঁকে দেওয়া অধিকার ছাড়া তাঁর কোনও স্বাধীন অধিকার নেই। তাঁকে অবশ্যই সমিতির মাধ্যমে কাজ করতে হবে এবং কথা বলতে হবে। সমিতি একা তাঁর পক্ষে কাজ করতে পারে এবং কথা বলতে পারে একটি সংস্থা হিসাবে সমিতির অধিকার বা কর্তব্য সম্পর্কে। তিনি বলেন যে আবেদনকারীর একক বিচারপতির আদেশকে আঘাত করার কোনও স্বাধীন অধিকার নেই।তাকে অবশ্যই তার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সমবায় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

২৭. ২০১৪-র ২৪শে এপ্রিল থেকে ২০২১-এর ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনকারী পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন বলে শ্রী ভট্টাচার্য জানান। তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেন। চূড়ান্ত তালিকাটি "পরবর্তী এক বছর" পর্যন্ত বৈধ থাকবে। ২০২০-র ২৬শে আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন কমিটির দেওয়া চূড়ান্ত মেধা তালিকা অনুমোদন করে। প্যানেলের বৈধতার সময়কালে উত্তরদাতা নং ১/রিট আবেদনকারীর নিয়োগ করা হয়েছিল।

২৮. এই প্রসঙ্গে প্রবীণ আইনজীবী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃ –

(i) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ও অন্যান্য বনাম সত পাল, (২০১৩) ১১ এস. সি. সি ৭৩৭ রিপোর্ট করা হয়েছে।

(ii) আর. এস. মিত্তল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯৫) (২)এসসিসি ২৩০. রিপোর্ট করা হয়েছে।

(iii) কে. থুলাসীধরন বনাম কেরালা রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ত্রিবান্দ্রম ও অন্যান্যরা (২০০৭) ৬ এস. সি. সি ১৯০-এ রিপোর্ট করেছে।

প্রয়োজন হলে আমি পরে এই সিদ্ধান্তগুলিতে ফিরে আসব।

২৯. আপিল পেশ করতে বিলম্বের বিষয়ে, শ্রী ভট্টারচার্য দাখিল করেছেন যে এমনকি 79 দিনের বিলম্বের যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়নি। আবেদনকারী আগে সংসদ সদস্য ছিলেন। এখন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য। তার আইন জানার কথা। আপীল দাখিল করতে বিলম্বের যান্ত্রিক সমঝোতা হতে পারে না। এই বিষয়ে শ্রী ভট্টাচার্য অমলেন্দু কুমার বেরা এবং অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন, (২০১৩) ৪এসসিসি ৫২ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৩০. ব্যাঙ্কের মহাব্যবস্থাপকের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ডি. কে. সেনগুপ্ত আবেদনকারীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া আবেদনটি গ্রহণ করেন।

৩১. উত্তরদাতা নং ৭-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী সুরজিৎ সামন্ত, বিদ্বান আইনজীবী, উত্তরদাতা নং ১/রিট আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্যের মতো একইভাবে জমা দিয়েছিলেন। শ্রী সামন্ত প্রস্তাবিত আবেদনটি বজায় রাখার জন্য আবেদনকারীর লোকাস স্ট্যান্ডিও প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জমা দিয়েছিলেন যে ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক উপ-কমিটি ৯ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি নিয়েছিলঃ

"যেহেতু সংশ্লিষ্ট বিভাগটি অপেক্ষমাণ তালিকাটি অন্য কোনও সময়ের জন্য বৈধ থাকবে কিনা তা উত্থাপন করেছিল, তাই সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২৬/১১/২০১৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং পিডি/১১৫৩ অনুসারে সরাসরি নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা পরবর্তী এক (০১) বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে কোনও পদ খালি থাকলে, প্যানেলের অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পূরণ করা হবে।"

৩২. উপরোক্ত প্রবিধানটি ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩৩. ২৫শে আগস্ট, ২০২১ তারিখের বোর্ড অফ ডেভেলপমেন্ট (বিওডি) সভার কার্যবিবরণীর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে বোর্ড শান্তনু বারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে এবং বোর্ড জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছে যে প্যানেলের কোনও প্রার্থীকে শান্তনু বারের পদত্যাগের কারণে শূন্য হওয়া পদে যোগদানের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য। বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আবেদনকারী উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করেছেন।

৩৪. শ্রী সামন্ত তখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ২৭শে আগস্ট, ২০২১ তারিখের আবেদনের দিকে, যা ১ নং/রিট আবেদনকারী কর্তৃক শান্তনু বারের পদত্যাগের কারণে শূন্য হয়ে যাওয়া পদে নিয়োগের জন্য করা হয়েছিল, এই কারণে যে তিনি অপেক্ষার তালিকায় প্রথম প্রার্থী ছিলেন।

৩৫. উত্তরে, শ্রী কর, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট জানালেন যে আবেদনকারী প্রাসঙ্গিক সময়ে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। বিষয়টি জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া আইন থেকে সরে এসেছে। এর ফলে পেছনের দরজায় প্রবেশ করা হয়েছে। বোর্ডের বেশির ভাগই অন্যায়কারী। তারা বিদগ্ধ একক বিচারকের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য আবেদনকারীর পরামর্শকে অগ্রাহ্য করার কথা বলেছে। এমন পরিস্থিতিতে লোকাস স্ট্যান্ডের কঠোর নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

৩৬. যোগ্যতার ভিত্তিতে, শ্রী কর জমা দিয়েছেন যে একটি বোর্ড রেজোলিউশন যেখানে একটি বেআইনিতা সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়, সর্বদা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। ২৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখের বিওডি সভার কার্যবিবরণী নং ১/(ছ) উল্লেখ করে, মিঃ কর দাখিল করেছেন যে শান্তনু বারের পদত্যাগের সময় যদি সত্যিই একটি অপেক্ষমাণ তালিকা বা একটি বৈধ প্যানেল থাকে, তাহলে, বোর্ডকে সরাসরি উত্তরদাতা নং ১/ রিট আবেদনকারীকে নিয়োগ দেওয়া উচিত ছিল। যাইহোক, বোর্ড নিজেই সন্দেহের মধ্যে ছিল এবং তাই শান্তনু বারের জায়গায় প্যানেল থেকে একজন নতুন প্রার্থীকে যোগদানের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কিনা তা দেখার জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিল।

আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি-

৩৭. লোকাস স্ট্যাণ্ডির নীতিতে কোনও সন্দেহ নেই যে শিথিলতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা নিশ্চিহ্ন করা হয়নি। মূল নীতির অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তিকে অবশ্যই কোনও বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী হতে হবে বা কোনও আইনি কার্যধারার মাধ্যমে আদালতে নিয়ে যাওয়ার আগে কোনও সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রকৃত অর্থে ক্ষুব্ধ হতে হবে। অন্য কথায়, আইনি ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য তার অবশ্যই পর্যাপ্ত অবস্থান থাকতে হবে। এই নীতিটি সাধারণ আইনে তৈরি করা হয়েছিল যাতে আদালত থেকে হস্তক্ষেপকারী মধ্যস্থতাকারীদের দূরে রাখা যায়। কোনও মামলাকারীর কোনও নির্দিষ্ট আইন বজায় রাখার জন্য লোকাস স্ট্যাণ্ডির অধিকার আছে কি না তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ করা দুটি সর্বাধিক জনপ্রিয় পরীক্ষা হল "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" এবং "সুদের পর্যাপ্ততা" পরীক্ষা। আমি আরও যোগ করতে চাই যে আমি এই পর্যবেক্ষণগুলি বর্তমানের মতো একটি ব্যক্তিগত স্বার্থ মামলা মোকদ্দমার প্রেক্ষাপটে করছি না, যা জনস্বার্থ মামলা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে, যেখানে লোকাস স্ট্যান্ডির ধারণাটি প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে গেছে।

৩৮. "বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় স্ট্যান্ডিং" বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, বিখ্যাত আইনজ্ঞ পল ক্রেগ তাঁর বই প্রশাসনিক আইন, ৯ টি সংস্করণে নিম্নরূপ বলেছেনঃ-

> "সাধারণ আইনকে অহেতুক বিভ্রান্তিকর হিসাবে বর্ণনা করলে এটিকে প্রশংসা করা হবে। যদিও সাধারণ প্রবণতা দাঁড়িয়ে থাকার উদারীকরণের দিকে ছিল, বিশেষ করে বিশেষাধিকারমূলক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, নিষেধাজ্ঞা এবং ঘোষণার জন্য কঠোর পরীক্ষা রয়ে গেছে। তদুপরি, এমনকি বিশেষাধিকার প্রতিকারের মধ্যেও বিভিন্ন পরীক্ষা ছিল।

আইন কমিশন আইনী অধিকার পরীক্ষার সীমাবদ্ধ সূত্র এবং প্রতিটি প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। এটি সুপারিশ করে যে কোনও সিদ্ধান্তের দ্বারা বিরূপভাবে প্রভাবিত যে কোনও ব্যক্তির অবস্থান থাকা উচিত। তার পরবর্তী প্রতিবেদনে আইন কমিশন পূর্ববর্তী কার্যপত্রের পক্ষে সাধারণ নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং প্রস্তাব দেয় যে আবেদনটি সম্পর্কিত বিষয়ে পর্যাপ্ত আগ্রহ থাকলে একজন ব্যক্তির অবস্থান থাকা উচিত। এটি বিশেষাধিকার আদেশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করা হয়েছিল। ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আইনটি সুদের পরীক্ষার পর্যাপ্ততা প্রয়োগের মাধ্যমে উদার করা হয়েছিল।

আইন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত পরীক্ষাটি আদেশ ৫৩ বিধি ৩ (৭)-এ গৃহীত হয়েছিল। এটি এখন পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট আইন ১৯৮১-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এখন সিনিয়র নামকরণ করা হয়েছে। আদালত আইন ১৯৮১ (১৯৮১ আইন) ধারা ৩১ (৩), যা বলেঃ

"আদালতের নিয়ম অনুযায়ী হাইকোর্টের অনুমতি না পেলে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য কোনও আবেদন করা হবে না; এবং আদালত এই ধরনের আবেদন করার অনুমতি দেবে না যদি না এটি বিবেচনা করে যে আবেদনকারীর এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে যা আবেদন সম্পর্কিত।"

৩৯. ডি স্মিথের জুডিশিয়াল রিভিউ, ৮ম সংস্করণে, ২য় অধ্যায়ে এটি উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নরূপঃ-

"সমস্ত উন্নত আইনি ব্যবস্থাকে জনস্বার্থের দুটি দিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছেঃ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং আদালতের এখতিয়ারের আহ্বানকারী হস্তক্ষেপকারী মধ্যস্থতাকারীদের উৎসাহিত করার অনিচ্ছুকতা যেখানে তারা উদ্বিগ্ন নয়। দ্বন্দ্বটি এমন নীতিগুলি বিকাশের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে যা নির্ধারণ করে যে কার কার্যধারা আনার অধিকার রয়েছে; অর্থাৎ কার দাবি করার অধিকার বা অবস্থান রয়েছে। যদি সেই নীতিগুলি সন্তোষজনক হয় তবে তাদের কেবল একজন মামলাকারীকে প্রতিরোধ করা উচিত যার তা করা থেকে কার্যধারা আনার কোনও বৈধ কারণ নেই।"

৪০. ব্ল্যাক 'স ল অভিধান, ৫ সংস্করণে, একটি "ক্ষুব্ধ পক্ষ" কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "যার আইনি অধিকার অভিযোগ করা কোনও কাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়, বা যার আর্থিক স্বার্থ সরাসরি কোনও ডিক্রি বা রায় দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত বা বিচ্ছিন্ন হতে পারে।' ক্ষুব্ধ 'শব্দটি একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ, কিছু ব্যক্তিগত বা সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার, বা কোনও পক্ষের উপর বোঝা বা বাধ্যবাধকতা আরোপকে বোঝায়।"

৪১. যদি কোনও ব্যক্তি যে সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে চান তা সরাসরি তার ব্যক্তিগত বা সরকারী অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বা তার জন্য প্রতিকূল আর্থিক বা অন্যান্য নাগরিক পরিণতি হয়, তবে এটি একটি সুস্পষ্ট মামলা হবে যেখানে তাকে সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে দাঁড়াতে হবে। সিদ্ধান্তটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে যখন কোনও মামলাকারীর কোনও ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এম. এস. জয়রাজ বনাম আবগারি কমিশনার, কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, (২০০০) ৭ এস. সি. সি ৫৫২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে লোকাসের প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি

নগর রাইস এবং ফ্লাওয়ার মিলস এবং অন্যান্যরা বনাম এন. তীকাপ্পা গৌড়া এবং ব্রাদার্স এবং অন্যান্যরা [১৯৭০ (১) এসসিসি ৫৭৫] এবং জসভাই মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার হাজী বশির আহমেদ এবং অন্যান্যরা [১৯৭৬ (১) এসসিসি ৬৭১-এর ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে রিট এখতিয়ারের সাথে জড়িত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ক্যানভাস গৃহীত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বর্ণনা করেছে যে, জসভাত মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার হাজী বশির আহমেদ ও ওআরএস., (সুরপা), চার বিচারপতির বেঞ্চ লোকাস স্ট্যান্ডি-র ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের তিনটি বিভাগ নির্দেশ করেছেঃ (১) একজন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি; (২) একজন অপরিচিত ব্যক্তি; (৩) একটি হস্তক্ষেপকারী সংস্থা।বিজ্ঞ বিচারপতিরা উল্লেখ করেছিলেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যে কোনও ব্যক্তিকে সহজেই আলাদা করা যায়। এই ধরনের ব্যক্তি ন্যায়বিচারের যোদ্ধা হওয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং এমন বিষয়গুলির সাথে মধ্যস্থতা করতে চায় যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। এরপর সুপ্রিম কোর্ট জসভাই মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার হাজী বশির আহমেদ এবং অন্যান্য (উপরে)-এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে;-

> "৩৭. প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আবেদনকারীদের মধ্যে পার্থক্য, যদিও বাস্তব, সবসময় সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয় না। প্রথম শ্রেণীতে, যেন দুটি সমকেন্দ্রিক অঞ্চল রয়েছে; নিশ্চিততার একটি কঠিন কেন্দ্রীয় অঞ্চল, এবং একটি স্লাইডিং কেন্দ্রাতিগ স্কেলে হ্রাসকারী নিশ্চিততার একটি ধূসর বাইরের বৃত্ত, অনিশ্চয়তার একটি বহিঃস্থতম অস্পষ্ট প্রান্ত সহ। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এমন আবেদনকারীরা হলেন তারা যাদের আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এই ধরনের আবেদনকারীরা নিঃসন্দেহে 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের' বিভাগে পড়েন। ধূসর বাইরের বৃত্তে প্রথম শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পৃথক করে এমন সীমানা, কেন্দ্রাতিগ দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে মিশ্রিত, মিশ্রিত এবং ওভারল্যাপ করে। এই বাইরের অঞ্চলের সমস্ত ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নাও হতে পারে।"

৪২. শোভা সুরেশ জুমানি বনাম আপিল ট্রাইব্যুনাল, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি এবং আরেকজন (উপরে) মামলায় উল্লিখিত রায়ের ৫ এবং ৯ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নোক্ত শব্দগুলিতে লোকাস স্ট্যান্ডির ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছে:-

"৫. প্রথমে আমরা পুনর্ব্যক্ত করব যে কোনও ক্ষুব্ধ ব্যক্তির শব্দগুলি বেশ কয়েকটি সংবিধানে পাওয়া যায়। তবে," ক্ষুব্ধ "অভিব্যক্তিটির অর্থ আইনটির প্রেক্ষাপট এবং সমস্ত পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। সাইডবোথাম, রে, এক্স পি সাইডবোথাম [(১৮৮০) ১৪ আধ্যায় ঘ ৪৫৮, পৃষ্ঠা ৪৬৫ এ], এটি জেমস, এলজে দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

"কিন্তু" ব্যথিত ব্যক্তি "শব্দের প্রকৃত অর্থ এমন একজন ব্যক্তি নয় যিনি অন্য কোনও আদেশ দেওয়া হলে যে সুবিধা পেয়েছিলেন তাতে হতাশ। একজন" ব্যথিত ব্যক্তি "অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যিনি আইনি অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন, এমন একজন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে যা তাকে অন্যায়ভাবে কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে বা অন্যায়ভাবে তাকে কিছু প্রত্যাখ্যান করেছে, বা ভুলভাবে তার খেতাবকে কোনও কিছুতে প্রভাবিত করেছে।

৯. আইনের উপরোক্ত পরিকল্পনা থেকে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ দ্বারা "যে কোনও ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ" বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে যার সম্পত্তি আইনের অধীনে অবৈধভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং যা বাজেয়াপ্ত করা হবে বা

যাদের সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত আইনি অধিকার প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়। ব্ল্যাকের আইন অভিধান অনুসারে, 'সংক্ষুব্ধ পক্ষ' বলতে এমন একটি পক্ষকে বোঝায় যার ব্যক্তিগত, আর্থিক বা সম্পত্তির অধিকার অন্য ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বা আদালতের ডিক্রি বা রায় দ্বারা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়েছে - যাকে সংক্ষুব্ধ পক্ষও বলা হয়; ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ।" অতএব, কোন আত্মীয় বা সহযোগী, যার এই সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ বা অধিকার নেই, তাকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এটা সত্য যে স্বামীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণে স্ত্রী সংক্ষুব্ধ হতে পারেন। কিন্তু এর ফলে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার পাওয়া যাবে না। তার আইনি অধিকারের কোনও লঙ্ঘন নেই। আইনের উদ্দেশ্যে, স্বামী এবং স্ত্রী ভিন্ন সত্তা। যদি আত্মীয় বা সহযোগীর নামে থাকা সম্পত্তি এই কারণে বাজেয়াপ্ত করা হয় যে চোরাকারবারি বা বৈদেশিক মুদ্রার কারসাজিকারীরা উক্ত সম্পত্তি তাদের নামে রেখেছিল বা এই সম্পত্তি আইনত অর্জিত হয়েছে, তাহলে উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, সেই পরিমাণে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ দ্বারা আত্মীয় বা সহযোগীকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে, আইনের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রার কারসাজিকারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলে কোনও আত্মীয় বা সহযোগীকে সংক্ষুব্ধ বলে গণ্য করা যাবে না।"

৪৩. যশভাই মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার হাজি বশির আহমেদ ও অন্যান্যরা (উপরে উল্লিখিত) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বেশিরভাগ ইংরেজি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদনকারীকে একজন" "ক্ষুব্ধ ব্যক্তি" "হতে হবে; যদি তিনি সেই চরিত্রটি পূরণ না করেন এবং একজন" "অপরিচিত" "হন, তবে আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে তাকে এই অতিরিক্ত সাধারণ প্রতিকারটি অস্বীকার করবে, খুব বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতীত। শীর্ষ আদালত বলেছিল যে" "বিপজ্জনক ব্যক্তি" "অভিব্যক্তিটি একটি স্থিতিস্থাপক এবং কিছুটা পর্যন্ত একটি অধরা ধারণাকে বোঝায়। এটি একটি কঠোর, সঠিক এবং বিস্তৃত সংজ্ঞার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না।"সর্বোপরি, এর বৈশিষ্ট্যগুলি একটি বিস্তৃত অস্থায়ী পদ্ধতিতে বর্ণনা করা যেতে পারে। এর পরিধি এবং অর্থ বিভিন্ন পরিবর্তনশীল কারণের উপর নির্ভর করে যেমন সংবিধির বিষয়বস্তু এবং অভিপ্রায় যার লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে, মামলার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, আবেদনকারীর স্বার্থের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি এবং তার দ্বারা কুসংস্কার বা ক্ষতির প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি।

৪৪। উপরের আইনি অবস্থানের কথা মনে রেখে, যদি আমরা তাৎক্ষণিক মামলার তথ্যের দিকে নজর দিই, তবে আমরা দেখতে পাব যে সংশ্লিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্কের তৃতীয় গ্রেডের পদে নিয়োগের জন্য একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল। প্রস্তুত প্যানেল থেকে পাঁচজন সফল প্রার্থীকে তফসিলি বর্ণ বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন পদত্যাগ করেছেন। ১ নং উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তাকে এই পদে নিয়োগ করা উচিত যে খালি পড়েছিল কারণ তিনি প্যানেলে নাম দেওয়া ৬ জন ব্যক্তি ছিলেন। যেহেতু এই ধরনের

নিয়োগ করা হয়নি, তিনি বিদ্বান একক বিচারকের কাছে গিয়েছিলেন, যিনি আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রিট আবেদনকারীকে শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে।

৪৫. বিজ্ঞ একক বিচারপতির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা উচিত কিনা তা ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা প্রসারিত করা হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা, বোর্ড আপিল না করার এবং শিক্ষিত একক বিচারকের আদেশ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাঙ্কের মহাব্যবস্থাপক, যিনি এখানে আবেদনকারীকে সমর্থন করছেন, পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন। তিনি তাঁর মতবিরোধ নথিভুক্ত করার জন্য এবং বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠানোর জন্য হাউসকে অনুরোধ করেছিলেন।এই ধরনের উল্লেখ করার পরে, সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার, ২৬শে জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি আদেশে বলেন যে মহাব্যবস্থাপকের ভিন্নমতের নোট গ্রহণযোগ্য নয়।

৪৬. বিজ্ঞ একক বিচারপতির আদেশের কারণে আবেদনকারী কী পক্ষপাতের শিকার হয়েছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আবেদনকারীর কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি। তিনি কোনও ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হননি। তিনি কোনওভাবেই বিরূপভাবে প্রভাবিত হননি। আরও, আমরা উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়ার সাথে একমত যে সংশ্লিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে কাজ করতে হবে। বোর্ডের সমস্ত সদস্যের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে। আপিল আদালতে বিদ্বান বিচারকের আদেশকে চ্যালেঞ্জ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, আমাদের মতে, আবেদনকারী, যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন, এই ধরনের সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ।

বিদ্বান একক বিচারপতির আদেশকে আঘাত করার কোনও স্বাধীন অধিকার নেই। তার পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাঙ্ক, বিদ্বান একক বিচারকের আদেশ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, বিদ্বান একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বজায় রাখার কোনও অধিকার বা অবস্থান আবেদনকারীর নেই।

৪৭. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, প্রত্যর্থী নং ১/রিট আবেদনকারীর নিয়োগ আইনের পরিপন্থী এবং তাই আবেদনকারী, যিনি ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন, তিনি এই ধরনের অবৈধ নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারী, তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটি কোনও জনস্বার্থ মামলা নয়। আবেদনকারীর পক্ষে জনস্বার্থ মামলা বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে বা নাও হতে পারে যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, প্রত্যর্থী নং ১-এর নিয়োগ এতটাই স্পষ্টভাবে অবৈধ যে সমাজটি বৃহত্তর বা তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কুসংস্কারের শিকার হয়েছে।যাইহোক, বর্তমান মামলার মতো একটি ব্যক্তিগত মামলায়, আবেদনকারী, যিনি বিদ্বান একক বিচারকের সামনে রিট পিটিশনের পক্ষ ছিলেন না, তাকে জনসাধারণের উৎসাহী নাগরিক হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং বিদ্বান একক বিচারকের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি চাওয়া যাবে না যা আবেদনকারীর কোনও অধিকারকে হ্রাস করে না বা কোনওভাবেই বিপন্ন করে না যা দেশের আইন স্বীকৃতি দেয়। আবেদনকারী অবশ্যই প্রশ্নযুক্ত পদের প্রার্থী ছিলেন না এবং বিদ্বান একক বিচারকের আদেশে তার ক্ষুব্ধ হওয়ার কোনও বৈধ কারণ থাকতে পারে না।

৪৮. উপরোক্ত কারণে আমরা এই আবেদনটিকে শিক্ষানবিশ একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দিতে আগ্রহী নই। আবেদনকারীর চ্যালেঞ্জ করার অধিকার বা আইনের কোনও অধিকার নেই

বিদ্বান একক বিচারপতির আদেশ। আবেদনটি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। ফলস্বরূপ, প্রস্তাবিত আবেদনটি গ্রহণ করা হয় না এবং যথাযথ আদেশের জন্য সংযুক্ত স্থগিতাদেশের আবেদন/আবেদন এবং বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদনের সাথে খারিজ করা হয়।

৪৯. যদিও আমরা সংশ্লিষ্ট পদে উত্তরদাতা নং ১/রিট আবেদনকারীর নিয়োগের বৈধতা বা অন্যথায় পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীদের জমা দেওয়া নথিভুক্ত করেছি, আমরা সচেতনভাবে এই বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি, কারণ আমরা এই ভিত্তিতে আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি যে এটি ইচ্ছুক আপিলকারীর অনুরোধে রক্ষণযোগ্য নয়।

৫০. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়) **(বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal